ভোরের কাগজ

তারিখ 22 DEC 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

119

শিক্ষক সমিতির নির্বাচনকে ঘিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সরগরম

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : আগামী ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে শিক্ষক রাজনীতি সরগরম হয়ে উঠেছে। আওয়ামী লীগ সমর্থক 'নীল গ্রুপ' এবং বিএনপি সমর্থিত 'সাদা গ্রুপ' এতে অংশ নিয়েছে। অন্যদিকে দল নিরপেক্ষ হিসেবে পরিচিত 'গোলাপী গ্রুপ' এবার নির্বাচনে অংশ নেয়নি।

১৮ ডিসেম্বর 'নীল' ও 'সাদা গ্রুপ' তাদের মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছে। 'নীল' গ্রুপ থেকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন যথাক্রমে অধ্যাপক মোস্তফা চৌধুরী ও ড. হোসেন মনসুর। তাদের অন্যান্য প্রার্থীরা হচ্ছেন- সহসভাপতি অধ্যাপক আমিনুর রশিদ, যুগ্ম-সম্পাদক ড. আবু সারা শামসুর রউফ, কোষাধ্যক্ষ ড. মোঃ হাবিবুর রহমান। 'সাদা গ্রুপের' সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থীরা হচ্ছেন- যথাক্রমে অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার ও ড. নজরুল ইসলাম। তাদের অন্যান্য প্রার্থীরা হচ্ছেন- সহসভাপতি অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান, যুগ্ম-সম্পাদক ড. ইয়ারুল কবীর, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক রহিম বি. তালুকদার। এছাড়াও প্রতিটি প্যানেল থেকে ১০ জন করে সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

শিক্ষক রাজনীতির সূত্রসমূহের মতে, এবারের নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে জাতীয় ইস্যুসমূহই প্রাধান্য পাচ্ছে। নীল গ্রুপ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বর্তমান সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের গৃহীত ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ সামনে নিয়ে আসছে। অন্যদিকে 'সাদা গ্রুপ' 'স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব', বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষক সমিতিকে দলীয়করণের অভিযোগ এনেছে। সূত্রসমূহের মতে,এবার দুটি প্যানেলেই অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে। দুগ্রুপের প্যানেল তৈরি করতেই গ্রুপ নেতৃবৃন্দ বেশ সমস্যায় পড়েছিলেন। সাধারণ শিক্ষকদের ভোট টানার পাশাপাশি দুটি গ্রুপই নিজেদের ভোট নিশ্চিত করার জন্যও মনোযোগী হয়ে ওঠেছে।

দল নিরপেক্ষ হিসেবে পরিচিত 'গোলাপী গ্রুপ' এবার নির্বাচনে অংশ নেয়নি এবং কাউকে সমর্থনও করেনি। তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দুটি গ্রুপই তাদের ভোট পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। শিক্ষক রাজনীতিতে অভিজ্ঞদের মতে, এই নির্বাচনের মাধ্যমেই 'গোলাপী গ্রুপের' সাংগঠনিক তৎপরতার অবসান হবে। তাদের পক্ষে আর কোনো নির্বাচনে অংশ নেওয়া সম্ভব হবে না। জাতীয় রাজনীতির মতো শিক্ষক রাজনীতিও আওয়ামী লীগ বিএনপিতে বিভক্ত হয়ে যাওয়া, অন্তর্দ্বন্দ্ব, তরুণ শিক্ষকদের দলভুক্ত করতে না পারা, গ্রুপের একটি বড়ো অংশ অন্য গ্রুপে যোগদানের ফলে 'গোলাপীর' অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি 'গোলাপীর' আরেকটি অংশ একটি পৃথক গ্রুপের জন্ম দিচ্ছে বলে সূত্রসমূহ জানিয়েছে। তাই ধারণা করা হচ্ছে, এক সময়ের প্রভাবশালী 'গোলাপী গ্রুপের' অস্তিত্ব আর থাকছে না।